সমকাল

তারিখ 26 APR 2016
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

হাতিয়ায় সীমানা বিরোধ

শিক্ষার্থীরা খেসারত দেবে কেন?

লক্ষ্মীপুরের রামগতি উপজেলা ও নোয়াখালীর হাতিয়া উপজেলার দুটি ইউনিয়নের সীমানা বিরোধের জেরে ১০টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের কমবেশি আড়াই হাজার শিক্ষার্থী প্রথম সাময়িক পরীক্ষায় অংশ কমবেশি আড়াই হাজার শিক্ষার্থী প্রথম সাময়িক পরীক্ষায় অংশ নিতে পারেনি– এই খবর আমাদের যেমন উদ্বিগ্ন, তেমনই ক্ষুব্ধ করেছে। আমরা জানি, চরাঞ্চলে ভূমি প্রভাবশালীদের কাছে বিলুপ্ত হয়ে যাওয়া জোতদারির মতো। বাংলা ভাষায় যে কারণে 'চর দখল' নামে তাৎপর্যপূর্ণ একটি শব্দই জায়গা করে নিয়েছে। এ নিয়ে রক্তারক্তির নজিরও নেহাত কম নয়। দুই প্রশাসনিক এলাকার সীমানা বিরোধ নিয়ে ফৌজদারি কার্যক্রমে রশি টানাটানি বা ঠেলাঠেলিও আমরা দেখে থাকি বিস্তর। তার জের ধরে বিদ্যালয় বন্ধ করে দেওয়ার খবর এর আগে আমরা পাইনি। সোমবার সমকালের লোকালয় পাতায় প্রকাশিত প্রতিবেদনে জানা যাচ্ছে, মেঘনা নদীবেষ্টিত বয়ারচর এলাকাটি প্রশাসনিকভাবে কোন এলাকার অন্তর্ভুক্ত– এ নিয়ে হাতিয়ার হরণি ও রামগতির চরগাজী ইউনিয়নের মধ্যে বিরোধ রয়েছে। যদিও ভূমি রেকর্ডপত্রে বয়ারচর হরণি ইউনিয়নের; এর 'দখল' নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে দফায় দফায় সংঘাত ও উত্তেজনা চলছে। এ ক্ষেত্রে 'নেতৃত্ব' দিচ্ছেন ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান। বৃহস্পতিবার আরও মারমুখী হয়ে বিদ্যালয়ই বন্ধ করে দেয়। এর অর্থ রাষ্ট্রীয় কার্যক্রমকে চ্যালেঞ্জ করা ছাড়া কিছু নয়। আমরা ধারণা করি, এই বিরোধের নেপথ্যে ইউনিয়নের ভূমি বা ভূমিকর বৃদ্ধি ছাড়াও অনেকাংশে যুক্ত রয়েছে তথাকথিত মর্যাদা, ক্ষমতা ও আধিপত্যের প্রশ্ন। কিন্তু তার খেসারত শিক্ষার্থীরা দেবে কেন? যারা গায়ের জোরে বিদ্যালয় দশটি থেকে শিক্ষার্থীদের বের করে দিয়ে তালা ঝুলিয়েছেন, তারা ফৌজদারি অপরাধের পাশাপাশি শিক্ষাবিরোধী অবিমৃষ্যকারীরও পরিচয় দিয়েছেন। আমরা দেখতে চাই, প্রশাসন অবিলম্বে বিদ্যালয়গুলো খুলে দিয়ে স্বাভাবিক শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনায় সর্বাত্মক সহযোগিতা করছে। যারা বিদ্যালয় বন্ধের সঙ্গে জড়িত, তাদেরও আনতে হবে আইনের আওতায়। একই সঙ্গে দ্রুততম সময়ে ওই এলাকার প্রশাসনিক এখতিয়ারের বিষয়টিও নিষ্পত্তি করতে হবে। কারও ক্ষমতা ও প্রভাবের কারণে এ ব্যাপারে দোদুল্যমানতায় ভবিষ্যতে শিক্ষা ও সামাজিক ব্যবস্থাকে আরও বড় ধরনের খেসারত দিতে হতে পারে।